



5113 - আল্লাহ কনে আমাদের দোয়ায় সাড়া দেন না?

প্রশ্ন

আল্লাহ কনে আমাদের দোয়ায় সাড়া দেন না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুমি রাহিমাহুল্লাহ বলছেন: “দোয়া ও ঝাড়ফুঁক অস্ত্রের ন্যায়। অস্ত্রের কার্যকারিতা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর, কবেল ধারালো হওয়ার উপর নয়। সুতরাং যখন অস্ত্র সম্পূর্ণ নখুঁত হয়, বাহু শক্তিশালী হয় এবং কোনও বাধা না থাকে, তখন তা দ্বারা শত্রুর ওপর আঘাত হানা যায়। আর যখন এই তিনটিই কোনও একটি অনুপস্থিতি থাকে, তখন প্রভাবও অনুপস্থিতি হয়।” [আদ-দা ওয়াদ-দাওয়া: পৃ. ৩৫]

এ থেকে বোঝা যায় যে, দোয়া ও দোয়াকারীর জন্য কিছু অবস্থা, আদব ও বধিান থাকা আবশ্যিক। আবার এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং প্রদাও আছে যা দোয়া পৌঁছানো ও কবুল হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সেগুলো দোয়াকারী ও দোয়া থেকে দূর হওয়া জরুরি। যখন এসব পূর্ণ হয়, তখনই দোয়া কবুল বাস্তবায়িত হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার সহায়ক কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১- দোয়াতে ইখলাস (খাঁটি নিয়িত)। এটি আদবের মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান। আল্লাহ তাআলা ইখলাসের নির্দেশে দিয়ে বলছেন: **وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** “তোমরা দ্বীনদারকি তোর জন্য একনিষ্ঠ করে তাকে ডাকবে।” [সূরা আ'রাফ: ২৯] দোয়াতে ইখলাস অর্থ হলো: এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, যাকে ডাকা হচ্ছে তথা আল্লাহ তাআলা, তিনিই একমাত্র প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম এবং এ ক্ষেত্রে মানুষের সামনে দেখানোর মনোভাব থেকে দূরে থাকা।

২ - তওবা করা ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। কোনও গুনাহ দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে। তাই দোয়াকারীর উচিত দোয়ার আগে তওবা ও ইস্তিগফার করায় বলিম্ব না করা। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামের কথা উদ্ধৃত করে বলছেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيْنٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“আমি বললাম: তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, নশিচয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদ-নদী প্রবাহিত করবেন।”[সূরা নূহ: ১০-১২]

৩- মনিত, ঐকান্তিকতা, নম্রতা, আশা ও ভয়। এটাই দোয়ার আত্মা, নরিয়াস ও মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“তোমরা মনিতভিরে ও সঙ্গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো। তিনি তো সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।”[সূরা আ'রাফ: ৫৫]

৪ - বারবার দোয়া করা এবং বরিক্ত বা ক্লান্ত না হওয়া। দোয়া দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তিকরলে আবদেন জোরালো হয়। তিনবারের মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণের কারণে উত্তম। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার দোয়া করা এবং তিনবার ইস্তিগফার করা পছন্দ করতেন।[আবু দাউদ ও নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন]

৫ - সুখ ও স্বচ্ছলতার সময় দোয়া করা এবং সবে সময় বেশি বেশি দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “স্বচ্ছলতার সময় আল্লাহকে চিনি নাও, তিনি কিস্টের সময় তোমাকে চিনিবেন।”[হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন]

৬ - দোয়ার শুরুতে বা শেষে আল্লাহর সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর কাছে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

“আর আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে, তোমরা তাকে সসেব নামে ডাকবে।”

৭ - ব্যাপক অর্থবোধক, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ দোয়া নির্বাচন করা। সর্বোত্তম দোয়া হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া। তবে মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য দোয়া করাও বৈধ।

আরও কিছু আদব আছে, যদিও তা আবশ্যিক নয়: কবিলার দিকে মুখ করা, পবিত্র অবস্থায় দোয়া করা, আল্লাহর প্রশংসা ও হামদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করে দোয়া শুরু করা। দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা সুন্নত।

দোয়া কবুল হওয়ার সহায়ক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তম সময় ও স্থান অনুসন্ধান করা।

উত্তম সময়সমূহের মধ্যে রয়েছে: সহেরীর সময় (ফজরের আগে), রাতের শেষে তৃতীয়াংশ, জুমার দিনের শেষে সময়, বুস্টিনিয়ার সময় এবং আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

উত্তম স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে: সাধারণভাবে সব মসজিদ, বিশেষ করে মাসজিদুল হারাম।

আর যে অবস্থাগুলোতে দোয়া কবুল হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ময়লুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া, রোযাদারের দোয়া, অসহায় ব্যক্তির দোয়া এবং কোনো মুসলিমের তার ভাইয়ের জন্য গোপনে করা দোয়া।

দোয়া কবুল না হওয়ার প্রতিনিধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১- দোয়াটি নিজস্বই দুর্বল হওয়া। তথা এতে সীমালঙ্ঘন বা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ থাকার কারণে। সীমালঙ্ঘন বলতে বোঝায়: আল্লাহ তাআলার কাছে এমন কিছু চাওয়া যা চাওয়া বৈধ নয়; যমেন কউে দোয়া করল যে তাকে দুনিয়াতে চরিস্থায়ী করে দেওয়া হোক অথবা গুনাহ বা হারাম বিষয়ে দোয়া করা কথিবা নিজের জন্য মৃত্যু কামনা করা ইত্যাদি। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হতে থাকে যতক্ষণ না সে কোনো গুনাহের জন্য বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করে।” [মুসলিম বর্ণনা করছেন]

২- দোয়াকারী নিজস্বই দুর্বল হওয়া। তথা আল্লাহ তাআলার প্রতি তার অন্তরে আগ্রহ ও মনোনিবেশ দুর্বল হওয়ার কারণে। আল্লাহর সঙ্গে অসৌজন্যের উদাহরণ হলো: দোয়ার সময় উচ্চস্বরে চটিকার করা কথিবা এভাবে দোয়া করা যেন সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয় বরং উদাসীন, শব্দচয়নে অতিরিক্ত কৃত্রিমতা করা এবং অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়ে শব্দ নিয়েই ব্যস্ত থাকা অথবা প্রকৃত অনুভূতি ছাড়াই কৃত্রিমভাবে কান্না ও চটিকার করা এবং এতে বাড়াবাড়ি করা।

৩- দোয়া কবুল না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো: আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়া; যমেন হারাম উপার্জন খাওয়া, পান করা, পরধান করা, বাস করা ও আরোহন করা এবং হারাম পশোর আয়। অনুরূপভাবে অন্তরের উপর গুনাহর কুপ্রভাব পড়া, দ্বীনকে মধ্যস্থে বদিআত সৃষ্টি করা এবং অন্তরের ওপর গাফলতি আধিপত্যশীল হওয়া।

৪- হারাম উপার্জন ভক্ষণ করা। এটি দোয়া কবুল না হওয়ার অন্যতম বড় প্রতিনিধক। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “হে মানুষ! আল্লাহ ভালো। তিনি কেবল ভালো জনিসিই গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ মৃত্তাকীদেরকে সেই বিষয়েরই আদেশে দিয়েছেন, যে বিষয়ে রাসূলদেরকে আদেশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: হে রাসূলগণ! তোমরা ভালো বস্তু থেকে আহর করো এবং সংকরম করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের করম সম্পর্কে সম্যক অবগত।” আর তিনি বলেন: হে মুমনিগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রযিকি দিয়েছি তা থেকে খাও।’

এরপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, ধুলো-মলনি ও এলোমেলো অবস্থায় আকাশের

দকি হাত তুলে বললে: হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম এবং সে হারাম দ্বারা পরপীুষ্ট; তাহলে তার দোষা কীভাবে কবুল হবো?!”[হাদীসটি মুসলিমি বর্ণনা করছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যবে ব্যক্তরি কথা উল্লেখে করছেন, তার মধ্যে দোষা কবুল হওয়ার কিছু কারণ ছিল; যমেন সে মুসাফরি ছিল এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপকেষী ছিল। কিন্তু হারাম উপার্জন ভক্ষণ করার কারণে তার দোষা কবুল হওয়া থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে নরিপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

৫- দোষা কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা এবং দোষা ছড়ে দেওয়া। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের প্রতিযেকেরে দোষা কবুল হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে বলে: আমি দোষা করছি কিন্তু আমার দোষা কবুল হয়নি।”[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমি বর্ণনা করছেন]

৬- দোষাকবে শর্তেরে সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা। যমেন এভাবে বলা: ‘হে আল্লাহ, আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন।’ বরং দোষাকারীর উচতি দৃঢ়তারে সঙ্গে দোষা করা, আন্তরকিভাবে চেষ্টা করা এবং বারবার মনিত করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কটে যনে এভাবে না বলে: হে আল্লাহ, তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো। তুমি চাইলে আমাকে দয়া করো। বরং সে যনে দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কটে নই।”[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমি বর্ণনা করছেন]

দোষা কবুল হওয়ার জন্য এই সব আদব পুরোপুরি পালন করা এবং সব প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা আবশ্যক এমন নয়; কারণ এটি অর্জন করা খুব কঠনি। তবে মানুষেরে উচতি সাধ্য অনুযায়ী এগুলো বাস্তবায়নে চেষ্টা করা।

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বান্দার জানা উচতি তা হলো, দোষা কবুল বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে: কখনো আল্লাহ তাআলা সরাসরি তার দোষা কবুল করেন এবং তার কাম্য বিষয়টি তাকে দান করেন, কখনো তার দোষার মাধ্যমে কনো অকল্যাণ দূর করে দেন, কখনো তার জন্য তার দোষার চেষ্টেও উত্তম কিছু সহজ করে দেন, আর কখনো তা কয়িমতেরে দনিরে জন্য তাঁর কাছে সঞ্চিত করে রাখেন, যদেনি বান্দার তা সবচেষ্টে বেশি প্রয়োজন হবো।

আল্লাহ তাআলাই সর্ববজ্ঞঃ।